কালের কণ্ঠ

তারিখ ..2.1. MAY.2015 ......
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২... ......

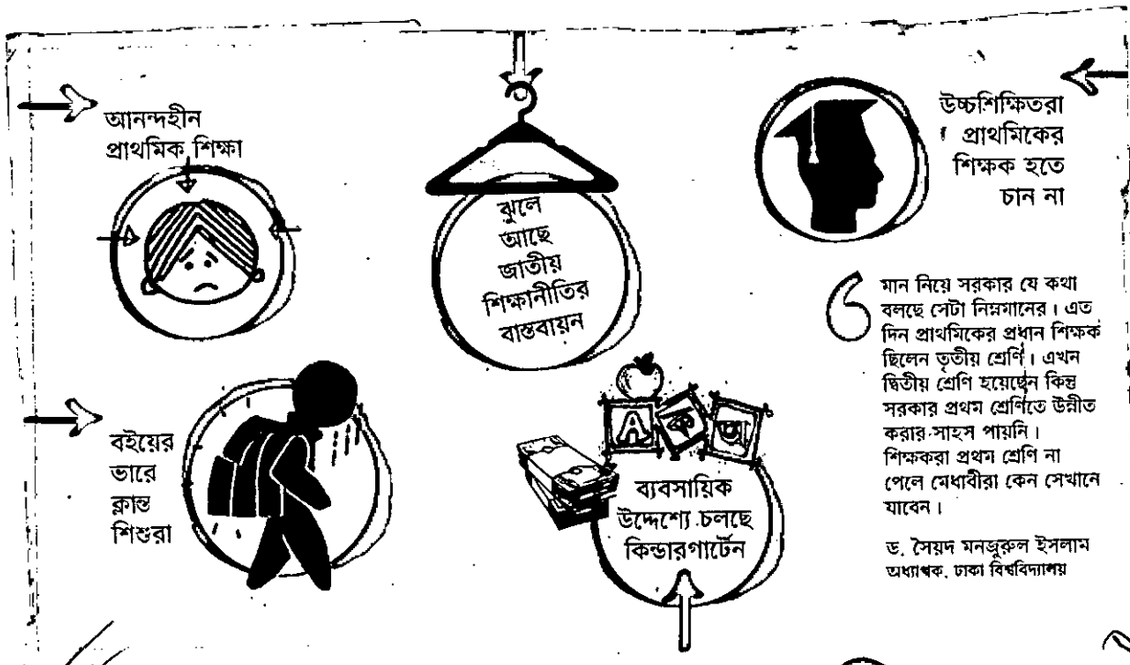

মান নিয়ে সরকার যে কথা বলছে সেটা নিম্নমানের। এত দিন প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তৃতীয় শ্রেণি। এখন দ্বিতীয় শ্রেণি হয়েছেন কিন্তু সরকার প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করার সাহস পায়নি। শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণি না পেলে মেধাবীরা কেন সেখানে যাবেন।

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৯০০০ স্কুল প্রায় পরিত্যক্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়া ১৫০০০

শরীফুল আলম সুমন ▷

১১৯ বছরের পুরনো স্কুল বগুড়া জেলা সদরের ১ নম্বর টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এক যুগ আগেও সেখানে পড়ে ৭০০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করত। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা নেমেছে ১০৫ জনে। বর্তমানে যে চারজন শিক্ষক আছেন, তাঁরা যোগ দেওয়ার আগে থেকেই স্কুল ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। পলেস্তারা খসে পড়েছে, রড বেরিয়ে গেছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ একেবারেই তালাবদ্ধ। অন্য দুটির একটিতে অফিস, অন্যটিতে ঝুঁকি নিয়ে শুধু পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস চলছে। অন্য ক্লাসগুলো হয় বারান্দা আর মাঠে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আছেফা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা বলেই যাচ্ছি, আর সবাই শুনেই যাচ্ছেন। ভবন আর হচ্ছে না। ঝড়বৃষ্টিতে ক্লাস করানো যায় না। অভিভাবকরাও বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চান না। দিন দিন শিক্ষার্থী কমছে। অথচ কারো কোনো নজর নেই।'

ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার রাখালগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭২। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলে তখন দুই রুমের একটি ভবন তৈরি করে দিয়েছিল সরকার। তবে সেটি ২০০৭ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। বৃষ্টির সময় পরিত্যক্ত ভবনের একটি রুমে গাদাগাদি করে থাকে শিশুরা। সে সময় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধই থাকে। বেঞ্চগুলো ভেঙেচুরে গেছে অনেক আগেই। শিক্ষক ও গ্রামবাসী মিলে ২০টি বেঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন; কিন্তু তাতে একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও বসার জায়গা হয় না। ফলে মাটিতে বসেই ক্লাস করতে হচ্ছে শিশুদের। স্কুলটিতে নেই বাথরুম। একমাত্র টিউবওয়েলটিও কয়েক বছর ধরে নষ্ট। বিদ্যালয়ের এমন করুণ হালে দিন দিন কমছে শিক্ষার্থী। অথচ ওই ইউনিয়নের দহিসারা, রাখালগাছি ও তারাকান্দি জেলেপাড়ার শিশুদের পড়ালেখার একমাত্র স্কুল এটি।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্যারভীন সুলতানা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুল নিয়ে শিক্ষা অফিসারদের বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আসলে এটি যে স্কুল, তা বলে না দিলে কেউ বুঝতেই পারবেন না। বেঞ্চ নেই। ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য যেসব উপকরণ ছিল, তাও চুরি হয়ে গেছে। আমরা শিক্ষার্থীদের রোদ-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে যে পড়ালেখা করাই, এটাকে শিক্ষাদান বলে না।'

স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাফিজুর তালুকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ২০ মে বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জানাতে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গিয়েছিলাম। তাঁরা বলছেন, আপনাদের ভবন তালিকার ২ নম্বরে আছে। এই একই কথা আট বছর ধরে বলে আসছেন শিক্ষা কর্মকর্তারা।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক.